Reflections on Contemporary Art

পেন্টিং-এ চূড়ান্তভাবে অভিনব কিছু করার সুযোগ ফুরিয়ে গেছে

পার্থ চন্দ

বাংলা সাহিত্যের একজন নামকরা কবি ও চিত্র সমালোচক আমার পেন্টিং-এর প্রথম একক প্রদর্শনী দেখতে এসে বলেছিলেন, তুমি বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা করছ বোঝাই যায়। একটা একক প্রদর্শনীতে এতরকমের ছবি দেখতে পাওয়ার কথা নয়। এ ব্যাপারটা হয়ত তথাকথিতভাবে তোমার সফল হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। চিন্তিত হয়েছিলাম তো বটেই। কিন্তু কিছু করার ছিল না। প্রেমিকাকে ইম্প্রেস করার উদ্দেশ্যে সেই হুটপাট একজিবিশন্। নতুবা আমি তখন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিলাম সেই ছবিটা আঁকতে ঠিক যেমনটা আগে কেউ কখনও আঁকেননি। কিন্তু হচ্ছিল কই!

ক্লান্তিহীন চর্চা, রং-তুলি-ক্যানভাসের সঙ্গে কখনও নিবিড় বন্ধুত্ব, কখনও ঘোরতর বিরোধ, কত বিক্ষুব্ধ প্রহর, তুমুল স্বেচ্ছাচার --- কিন্তু শেষমেশ ক্যানভাসে যা ফুটে উঠল সেসব কিছু না । সবই, আগে হয়ে গেছে যা, কোনো না কোনোভাবে সেসবের এক্সটেনশনমাত্র। গতানুগতিকতা, পরম্পরা, ঐতিহ্যর পাহাড়-প্রভাব থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি ঘটছিল না কিছুতেই। ছেলেমানুষি বাতুলতায় মনে হত, সময়টা যদি পিকাসো, মাতিস, ব্রাক-এর আগেরকার সময় হত। ক্যানডিনস্কি, পল ক্লি, যোয়ন মিরোর আগেকার। মুনখ, শাগাল, দালি, দুশাম্প্-এর আগেকার সময়। পিকাসো তো একাই কতরকমের ছবি এঁকেছেন। “I mix up a lot. I shift a lot. When you see me, I’ve already changed, I’m already somewhere else. I am never in one place and that is why I don’t have one style.” একথা পিকাসোরই। আর যে স্টাইলেই ছবি এঁকেছেন, তাতেই সোনা ফলিয়েছেন। অবশেষে এল আমূল পরিবর্তনের ঢেউ। ১৯০৭ সালে ‘ অভিগনঁর রমণীরা ‘ (Les Demoiselles De Avignon) – র সামনে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন দর্শকেরা। “ When Picasso’s friends saw this picture for the first time in 1907 their reaction was one of shock and incomprehension.”

এর আগে ১৯০৫ সালে আঁরি মাতিস তাঁর “Woman with a Hat” ছবিতে রংকে যেভাবে ব্যবহার করেন এই তার যথার্থ বিবরণ- “His application of radicaly expressive colors to his subject – teal on her face, orange on her neck, pink and blue on her arms –

made no logical sense, leaving viewers and critiques scratching their heads." মাতিস সে যুগে তাঁর অনন্য প্রতিভার কারণে পেন্টিং-এ রং কে অভাবনীয়ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন । আবার এও বলা যায় যে, হ্যাঁ, মানুষের অবয়বে রঙের ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন ঘটানোর অবকাশ তো ছিলই। আর এই অবকাশের দৌলতে বিংশ শতাব্দির প্রায় প্রথম তিন ভাগ জুড়ে আধুনিক শিল্পকলার চর্চায় পরীক্ষা-নিরিক্ষা, বিভিন্ন শিল্প আন্দোলন আর অভিনব সব সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল। এই জোয়ার এতই প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে তা পেন্টিং-এ মূলগতভাবে স্বতন্ত্র যা কিছু সম্ভব, সবটা আত্মসাৎ করে নিল। উল্লেখ্য, পোস্টমডার্ন আর্ট, যার অন্যতম প্রধান উপাদান ইনস্টলেশন আর্ট, ১৯৭০ এর পরবর্তী সময়ের শিল্পধারা এবং এ লেখার বিষয় নয়।

তো আধুনিক শিল্পের স্বদেশি রম্যভূমিতেও কত ডাকসাইটে শিল্পীর ভূমিকা স্মরণ করতে হয়। অমৃতা শেরগিল, মাকবুল ফিদা হুসেন, রামকিংকর, যামিনী রায়, তায়েব মেহেতা, ফ্রান্সিস নিউটন সুজা, নীরদ মজুমদার, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কে জি সুব্রামানিয়ান, গণেশ পাইন, ভি এস গাইতোন্ডে, রামকুমার, পরিতোষ সেন, যোগেন চৌধুরী, সতীশ গুজরাল, ভুপেন খক্কর, আঞ্জালি এলা মেমন, বিকাশ ভট্টাচার্য, আতুল ডোডিয়া, ভিভান সুন্দরম, চিত্রভানু মজুমদার, জয়শ্রী চক্রবর্তী ও আরও কতশত চিত্রকর এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রানাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের পেন্টিং-এর স্বকীয়তা নিয়ে আমার উচ্ছ্বাস যে অমূলক নয় সেই স্বীকৃতির সন্ধান পেয়েছি পরিতোষ সেন-এর রচনায় – "রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা কে অন্তত শৈলী বা টেকনিকের দিক থেকে কোনও চলতি শৈলী কিংবা কোনও অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এদিক থেকে তিনি প্রথম থেকেই এত স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন যাতে কোনও কালের কিংবা দেশের শিল্পের কিংবা কোনও বিশেষ শিল্পীর প্রভাব বা বিন্দুমাত্র রেশ দেখা যায় না। যা এ যুগের অনেক বিখ্যাত শিল্পীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি শতকরা একশ ভাগই মৌলিক, তা টেকনিকের দিক থেকে যতই কেতাবি বিরুদ্ধ হোক না কেন। সার্থক শিল্পী টেকনিক, স্টাইল, ফর্ম এবং কনটেন্টকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখেন না। ফর্ম এবং কনটেন্টকে ঘিরেই টেকনিক এবং স্টাইলের জন্ম। তার উল্টোটা নয়। তাঁর চিত্রশিল্পের সাথে দেশি কিংবা বিদেশি কোনও চিত্রশৈলী কিংবা স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো যায় না, তবে তা অবশ্যই এ যুগের সংবেদনশীলতা (sensibilities) দ্বারা পুষ্ট।" রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রসঙ্গে শ্রী সেন আরেক জায়গায় বলছেন – "বাস্তব জগতের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই মিশে যেত হেয়ালির (fantasy) জগৎ , যার দরুণ তাঁর চিত্ররাজির এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে অদ্ভুত সব প্রাণী, যাদের দেখে মনে হয় তারা যেন অন্য এক গ্রহের বাসীন্দা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই যে, এসব কিছুই তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন এমন এক ভাষায় যার পদবিন্যাস (syntax) এবং

প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ এ-যুগোপযোগী । এদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি শুধু বিশিষ্ট পথপ্রদর্শকই নন, সকল অর্থে তিনি হলেন প্রথম আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পী।" রবীন্দ্রনাথের ছবির অন্যন্যতা নিয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না, এ তথ্য আমরা সত্যজিৎ রায়ের বক্তব্যেও পাই ।

তো এতশত শিল্পীর এত ধরনের লক্ষ লক্ষ ছবি আঁকা হয়ে যাওয়ার পর পেন্টিং-এ চূড়ান্তভাবে অভিনব কিছু করার সুযোগ ফুরিয়ে গেছে। অর্থাৎ যে ধরনের মৌলিক প্রকাশ পিকাসো, মাতিস, দালি, দুশাম্প্, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা তাদের ছবিতে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সেই ম্যাগ্নিটিউডের স্বান্তন্ত্র্য অর্জন করার অবকাশ এ যুগে পেন্টিং-এর ক্ষেত্রে নেই। তবু ছবি আঁকা থামেনি। থামবেও না। এটা কম কথা নয়।

===

<u>পার্থ চন্দর কিছু ছবি</u>

(ছবিতে ক্লিক করলে ছবির মাপ বাড়বে)